মণ্ডলান্তর্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদিপরস্পরপৃথক্‌ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষো ন ক্ষমন্তে ইত্যন্বয়ঃ তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ। ন চেন্নির্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্মানুভবেন তল্লীন এব ভবতি। তথৈব নিদিধ্যাসনমপি তেষাং। তদ্ যথা—স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্। কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ॥ মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েৎ তমাত্মনি। আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ॥ ২১৪ ॥

এতাং বুদ্ধিং ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টরি নিলয়েৎ প্রবিলাপয়েৎ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং স্বরূপভূতয়া বুদ্ধ্যা আত্মনি তা দ্রষ্টৃত্বাদিরহিতে শুদ্ধে জীবে। তঞ্চ শুদ্ধমাত্মানং আত্মনি ব্রহ্মণি। অবরুধ্য তদেকত্বেন বিচিন্ত্য। লব্ধোপশান্তিঃ প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্ কৃত্যাদ্বিরমেত। তস্য ততঃ পরং প্রাপ্যাভাবাৎ। ২। ২॥ শ্রীশুকঃ॥ ২১৫ ॥

অতএব পূর্ব্বে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, তাহার সারমর্ম্মে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন—ভক্তি-অঙ্গের প্রথম সোপান ভক্ত্যঙ্গে রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয় পর্য্যন্ত উপাসনার পূর্ব্বাঙ্গরূপ বহুপ্রকার ভগবৎসাম্মুখ্যভেদ দেখান হইয়াছে। এইক্ষণ সাক্ষাৎ উপাসনারূপ সাম্মুখ্যের যে বহুপ্রকার ভেদ আছে, তাহাও দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে সাম্মুখ্য আপাততঃ দুই প্রকার। এক নির্ব্বিশেষময় ও দ্বিতীয় সবিশেষময়। তন্মধ্যে নির্ব্বিশেষময় সাম্মুখ্য—অভেদভাবনাত্মক জ্ঞান; দ্বিতীয় সবিশেষময় সাম্মুখ্য দুই প্রকার। এক অহংগ্রহোপাসনারূপ, অপর ভক্তিরূপ। জ্ঞানসাধনের লক্ষণ ১১ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্।"

আমাতে ভক্তি করার নাম প্রকৃষ্টধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—অভেদ উপাসনাকে জ্ঞান বলে॥ ২১৪ ॥

সেই জ্ঞানসাধনের প্রকারও শ্রীমদ্ভাগবতে স্থানে স্থানে বহুবিধরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সেই সকল প্রকারকেও জ্ঞান নামে উল্লেখ করা হয়। সেই জ্ঞানাদি শ্রবণ ও জ্ঞানাদি সাধনের প্রকারটি শ্রীপৃথু-সনৎকুমার সংবাদ প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য এবং সেই শ্রবণের প্রকার অনুসারেই প্রথমতঃ জ্ঞানসাধক শ্রোতাগণের ততটা পর্য্যন্তই বিবেকের প্রয়োজন, যতটা বিবেকের দ্বারা চিত্তে জড়াতিরিক্ত কেবল চৈতন্যমাত্র বস্তু উপস্থিত হয়। সেই বস্তুটি যদ্যপি জড়সম্বন্ধরহিত—কেবল চৈতন্যস্বরূপ, তথাপি তাহাতে স্বরূপভূতশক্তি-সিদ্ধ ভগবত্তা প্রকৃতিরূপ যে সকল বিশেষ আছে, সেই সকল অভেদ-উপাসক জ্ঞানী সাধক তাহার বিবেক লইতে সমর্থ নয়। যেমন—রজনীগত নিখিল-দোষখণ্ডনকারী জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য কেবল জ্যোতির্ম্ময় হইলেও